তারিখ ... 22 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ .....

শিক্ষকতায় মনোযোগ বাড়াতেই হবে

মনজুর আহমদ

উন্নয়ন সহযোগী দাতাদের সঙ্গে নভেম্বর মাসে (১৫-১৬ তারিখ) দু'দিনের সম্মেলনে বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপরেখা ও অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা হয়। সামষ্টিক অর্থনীতি ও অবকাঠামোর কথাবার্তার মধ্যে শিক্ষা ও মানবসম্পদের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়। আমন্ত্রিত বক্তা স্যার ফজলে হাসান আবেদ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু সমস্যা ও সেগুলো সমাধানের পথ তুলে ধরেন, যা নীতিনির্ধারকদের বিশেষ মনোযোগের দাবিদার।

'শিক্ষকের কাজ কোনো প্রতিভাবান তরুণের জন্য পেশা হিসেবে সর্বশেষ বিকল্প। ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করবেন এমন শিক্ষক না থাকলে শিক্ষার মান উন্নত হবে কীভাবে?' স্যার আবেদের প্রশ্ন। তার মতে, মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা এ কারণে বিজ্ঞান ও অঙ্ক পরিহার করছে। এ কারণে বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি ও উন্নয়নের সুযোগ গ্রহণে আমরা পিছিয়ে থাকব।

চীন, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিনল্যান্ড এবং ওইসিডিভুক্ত ইউরোপের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পছন্দের পেশার মধ্যে অন্যতম। এদের পরিপ্রেক্ষিত ও পরিস্থিতি ভিন্ন। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য কি তা সম্পূর্ণ অবাস্তব?

মেধাবী ও উদ্যমী তরুণদের শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করা ও ধরে রাখার জন্য দশসালা কার্যক্রমের প্রস্তাব দেন আবেদ। সারাদেশে অন্তত একশ' সরকারি কলেজে চার বছরের ডিগ্রি শিক্ষাক্রমে শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মেধাবী তরুণ-তরুণীদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বৃত্তি দিয়ে এই শিক্ষাক্রমে নির্বাচিত করতে হবে। এরা তাদের স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর নির্দিষ্ট সময় প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবে। প্রতিটি স্কুলে দু'তিনজন মেধাবী ও আদর্শবান তরুণ নিয়োজিত হলে এসব স্কুলে মান উন্নয়নের অণুকেন্দ্র তৈরি হবে, যা ক্রমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে।

আবেদের মতে, এ রকম একটি উদ্যোগ সফল করতে হলে আরও দুটি পদক্ষেপ নিতে হবে। উপযুক্ত পারিতোষিক ও মর্যাদা দিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষাসেবা কোর তৈরি করতে হবে।

শিক্ষা ডিগ্রিপ্রাপ্ত স্নাতকরা এই শিক্ষাসেবা কোরে নিয়োগ পাবেন (বর্তমানে নিয়োজিত দক্ষ ও কৃতী শিক্ষকরাও মূল্যায়নসাপেক্ষে এ নিয়োগ পেতে পারেন)।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে শিক্ষা কোর্সের জন্য নির্বাচিত কলেজগুলোর ভৌত, ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদানের মান নিশ্চিত করা। শিক্ষা কোর্সের জন্য যথার্থ কারিকুলাম তৈরি ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোর বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তন না হলে কোনো উদ্ভাবনী কার্যক্রম সফল করা সম্ভব নয়। এ কারণেই দশসালা পরিকল্পনা নিয়ে সন্তর্পণে এগোতে হবে।

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতো আরেকটি কাজ করেছেন আবেদ। তিনি প্রশ্ন করেছেন– স্কুল শিক্ষার জন্য দুটি মন্ত্রণালয় কেন, যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তখন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হয়। এটা ডালপালা গজিয়ে কখনও একটি ভিন্ন মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার কথা ছিল না। আমলাতন্ত্রের অমোঘ রীতি– কোনো পদ বা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হলে তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, মানুষের ও দেশের প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক। সবার জন্য শিক্ষার আওতায় এখন অন্তত অষ্টম শ্রেণী এবং শিগগিরই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা ভাবতে হবে। অখণ্ড শিক্ষাক্রম, পাঠক্রম ও সেবার সংস্থান করতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ও তত্ত্বাবধানের ব্যাপারটিও খণ্ডিতভাবে দেখলে চলবে না। উচ্চ ও পেশাগত শিক্ষার জন্য ভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে পারে। কিন্তু প্রাক-প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাকে অভিন্ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় আনা প্রয়োজন, যেমনটি আছে অন্য সব দেশে। আরও কিছু কথার মধ্যে শিক্ষার জন্য পাবলিক বরাদ্দে হতাশা ব্যক্ত করেন আবেদ। আনুপাতিক হারে এ বরাদ্দ গত সাত বছরে নিম্নমুখী। সরকারের লক্ষ্য ও ঘোষিত নীতির সঙ্গে মিলছে না এই নিম্নগতি। মধ্যম আয়ের দেশের জন্য উপযুক্ত মানবসম্পদ ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে জাতীয় আয়ের অন্তত ৪ শতাংশ হওয়া উচিত এই অতি প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ। এখন তা ২ শতাংশেরও কম। সরকারের আয়ও সে অনুপাতে বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। জাতীয় আয়ের মাত্র ১০ থেকে ১২ শতাংশ সরকারের রাজস্ব প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যেও সর্বনিম্ন।

সাড়ম্বরে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর সঙ্গে উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারটিতে আছে এক প্রচ্ছন্ন স্ববিরোধিতা। এই সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ২০২১ রূপকল্প বাস্তবায়নে স্বাবলম্বী হওয়াতে গুরুত্ব দেন। সম্প্রতি বাজেটের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ আসছে বিদেশি সাহায্য থেকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং অভিবাসী শ্রম জাতির উন্নয়নে বিদেশি সাহায্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে মতবিনিময়ের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। টেকসই উন্নয়ন ২০৩০-এর আলোকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এসব সংলাপ। কিন্তু নিজের ঘর সামলানোর বিকল্প নেই। নিজেদের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতা আমাদের আসল সম্পদ। এ সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির পথনির্দেশ করেছেন ফজলে হাসান আবেদ।

● ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক

> মেধাবী ও উদ্যমী তরুণদের শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করা ও ধরে রাখার জন্য দশসালা কার্যক্রমের প্রস্তাব দেন আবেদ। সারাদেশে অন্তত একশ' সরকারি কলেজে চার বছরের ডিগ্রি শিক্ষাক্রমে শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মেধাবী তরুণ-তরুণীদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বৃত্তি দিয়ে এই শিক্ষাক্রমে নির্বাচিত করতে হবে। এরা তাদের স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর নির্দিষ্ট সময় প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবে